যায়যায়দিন

তারিখ 23 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া

# প্রেসিডেন্টের ক্ষমা অসম্মানজনক

ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার

আগস্টের ঘটনায় ছাত্র-শিক্ষকদের দণ্ডাদেশের পর প্রেসিডেন্টের ক্ষমার বিষয়টি অসম্মানজনক হিসেবে দেখছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। গতকাল সকালে রায়ের খবর এসে পৌছলে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে উত্তাল হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। শিক্ষকরাও তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন। স্বয়ং জেলমুক্ত শিক্ষকরাও এ রায় মেনে নেননি। তারাও এটিকে অসম্মানজনক বলে আখ্যায়িত করছেন।

সন্ধ্যায় জেল থেকে ফিরে শহীদ মিনারে প্রফেসর আনোয়ার হোসেন বলেন, আমরা কোনো অন্যায় করিনি যার জন্য আমাদের সাজাভোগ করতে হবে। আদালতের এ রায় জাতির বিবেকের বিরুদ্ধে, ঢাকা ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় শুধু শিক্ষক বা ছাত্রদের নয়, পুরো ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে অবমাননা করা হয়েছে। তিনি জানান, শিগগির এ রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করা হবে।

প্রফেসর হারুন-অর-রশীদ বলেন, ২০-২২ পৃঃ ২১ ›› ক ৪

## প্রেসিডেন্টের ক্ষমা অসম্মানজনক

*(প্রথম পৃষ্ঠার পর)*

আগস্টের ঘটনায় তাদের কোনো অন্যায় ছিল না। বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তাদের শাস্তি হয়েছে। দুই বছর কেন পাচ বছর জেল হলেও আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যাবো।

প্রফেসর নিমচন্দ্র ভৌমিকের স্ত্রী মনিকা ভৌমিক বলেন, তার স্বামী নির্দোষ প্রমাণিত হলেও অন্য শিক্ষকরা শাস্তি পাওয়ায় তিনি খুশি হতে পারেননি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর মেজবাহ কামাল বলেন, চিফ অ্যাডভাইজর এবং ভিসি কয়েকবার মিটিং করে বলেছিলেন শিক্ষকদের সম্মানজনক মুক্তি দেয়া হবে।

কিন্তু সরকার তাদের কথা রাখেননি। তাই আমরা এ রায় প্রত্যাখ্যান করছি। শিক্ষকরা চুরি কিংবা ডাকাতি করেননি। তারা ইউনিভার্সিটির অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন।

প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, শিক্ষকরা সাধারণ ক্ষমা মেনে নেবেন না এবং আমরাও এটি মানবো না। আমরা সম্মানজনক সমাধান চেয়েছিলাম। সরকার আশ্বাস দিয়েও আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। শিক্ষকরা কোনো অন্যায় করেননি। তাহলে ক্ষমার প্রশ্ন কেন আসবে? শিক্ষকদের পরিবারও এটা মানবে না।

প্রফেসর মুহাম্মদ সামাদ বলেন, সরকার আমাদের সঙ্গে নাটক করছে। সরকার নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে ইউনিভার্সিটির মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছে।

প্রফেসর মুনতাসীর মামুন বলেন, সরকার ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যে দীর্ঘ আলোচনা করলো, দণ্ড দিয়ে তার সম্মান জানানো হলো। ঢাকা ইউনিভার্সিটির সম্মান দেশ ও জাতির সম্মান। এ সম্মান রক্ষা করা আপনাদের (ছাত্রদের) দায়িত্ব। আমরা গ্রেফতার হই কিংবা মারা যাই আপনারা আপনাদের ইউনিভার্সিটির সম্মান রক্ষা করবেন।

এ সামরিক সরকার তাদের বুটের নিচে ইউনিভার্সিটিকে রাখতে চায়।

সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র খোমেনী ইহসান বলেন, শিক্ষার্থীদের এ আন্দোলন ছিল ন্যায্য। এটি ছিল সরকারের দমন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে এ বিষয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের অভিযুক্ত করা হয়নি। বরং সরকার তাদের মতামত বিচার বিভাগের ওপর চাপিয়ে দিল। এ রায় ছাত্র সমাজ প্রত্যাখ্যান করছে।

সমাজকল্যাণ ইন্সটিটিউটের ছাত্র শামসুল কবির রাহাত বলেন, কোর্টের এ প্রহসনমূলক রায় আমরা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করছি। এটা দিবালোকের মতো পরিষ্কার, সরকার শিক্ষকদের অসম্মান জানানোর জন্য এ রায় দিয়েছে।